

১ নং সৃজনশীল প্রশ্নঃ

মাহিন স্কুলে থেকে ফেরার সময় রাস্তার ধারে পুকুরপাড়ে। একটি ছোট জটলা দেখতে পেল। সে কাছে গিয়ে দেখল পুকুরের পানিতে একটি কুকুরছানা হাবুডুব খাচ্ছে আর উৎসুক জনতা মোবাইলে ক্যামেরায় ছবি তুলে মজা পাচ্ছে। মাহিন কুকুরছানাটির এমন কুরূন পরিস্থিতি সহ্য করতে না পেরে স্কুল ব্যাগ খুলে ফেলে পানিতে ঝাপ দেয় এবং কুকুর ছানাটিকে পাড়ে তুলে আনে। তার এ কাজ দেখে লোক তাকে ভৎসনা করল এই বলে যে সামান্য কুকুরছানার জন্য এই ঠান্ডা পানিতে নামার দারকার কী ছিল না। কিন্তু মাহিন ভাবল কুকুর বলে কী হয়ে ছে তারও তো প্রাণ আছে বাচার অধিকার আছে।

ক. কালিদাস রায়ের জন্ম কোথায়?

খ. বাবুর দস্যুর মতো সম্পদ লুণ্ঠন করেননি কেন?

গ. উদ্দীপকের উৎসুক জনতার সাথে বাবুরের মহত্ত্ব কবিতার কোন বিষয়টি তুলনা করা যায়। বর্ণনা কর।

ঘ. উদ্দীপকের মাহিন কী বাবুরের মহত্ত্ব কবিতার বাবুরের আদর্শকে ধারণ করে? তোমার যৌক্তিক মতামত দাও।

১ নং সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তরঃ

ক. কালিদাস রায়ের জন্ম পরিশ্রবঙ্গের বর্ধমান জেলার কড়াইগ্রামে।

খ. সম্রাট বাবুর প্রজাদের মন জয় করতে চেয়েছিলেন বলে রাজ্য জয় করে দস্যুর মতো সম্পদ লুণ্ঠন করেননি।

ভারতবর্ষে সম্রাট বাবুর মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। বাবুরের আগে অনেক ভারতবর্ষ আক্রমণ করে ধন সম্পদ লুণ্ঠন করে নিয়ে গেছে। সবার ধারণা ছিল সম্রাট বাবুরও রাজ্য দখলের পর ধন সম্পদ লুণ্ঠন করে চলে যাবেন। কিন্তু তিনি রাজ্য জয় করে প্রজাদের মন জয় করতে চাইলেন বলে দস্যুর মতো সম্পদ লুণ্ঠন করেননি।

গ. বাবুরের মহত্ত্ব কবিতায় সাধারণ জনগণ কর্তৃক একটি শিশুকে বাচাতে এগিয়ে না আসার ঘটনার সাথে উদ্দীপকের উৎসুক জনতাকে তুলনাকরা যায়। বাবুরের মহত্ত্ব কবিতায় দিল্লির রাজপথে একদিন এক পাগলা হাতি ছুটে আসতে থাকলে সেই হাতির কবল থেকে প্রাণ বাচতে সবাই পালাতে থাকে। কিন্তু রাস্তায় পড়ে থাকে এক অসহায় শিশু। ককেউ সেই শিশুটির জীবন বাচাতে এগিয়ে আসে না। বরং দূর থেকে শিশুটিকে কুড়িয়ে আনার জন্য চিৎকার করতে থাকে।

উদ্দীপকে বর্ণিত একটি কুকুরছানা পানিতে পড়ে হাবুডুব খাচ্ছিল দেখে উৎসুক জনতা মোবাইল ছবি তোলা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কেউই ছানাটি জীবন বাচাতে এগিয়ে আসে না। ঠিক তেমনি বাবুরের মহত্ত্ব কবিতায় পাগলা হাতির কবল থেকে একটি শিশুকে বাচাতে না আসা পথিকদের তুলনা করা যায়।

ঘ. জীবন বাচাতে বাবুরের মহত্ত্ব কবিতার সম্রাট বাবুর যে চেতনার পরিচয় দিয়েছেন তা থেকে একথা বলা যায় উদ্দীপকের মাহিন সম্রাট বাবুরের আদর্শ ধারণ করে।

সম্রাট বাবুর সিংহাসনে আরোহণের পর প্রজাদের মন জয় করতে দিল্লির রাজপথে ছদ্মবেশ বেরিয়ে পড়েন। এ সময় রাস্তায় একটা পাগলা হাতি ছুটে আসতে দেখে প্রাণভয়ে সবাই পালাতে থাকে। কিন্তু রাস্তায় ধুলার মধ্যে একটি শিশু পড়ে ছিল। মেথর বলে শিশুটিকে কেউ উদ্ধার করতে এগিয়ে না এলেও ছদ্মবেশী সম্রাট বাবুর নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে শিশুটিকে হাতির কবল থেকে উদ্ধার করেন।

উদ্দীপকের মাহিন স্কুল থেকে ফেরার সময় রাস্তায় ধারে উৎসুক জনতাকে দেখে কাছে এগিয়ে যায়। মাহিন দেখে একটি কুকুরছানা পানিতে হাবুডুবু খাচ্ছে আর মানুষগুলো নীরব দর্শক হয়ে যত্ন ছবি তুলছে। এ টা দেখে মাহিন প্রচণ্ড ঠান্ডা উপেক্ষা করে পানিতে নামে এবং কুকুরছানাটির জীবন বাচায়।

অবহেলিত এক শিশুর জীবন বাচিয়েছেন। অন্যদিকে উদ্দীপকে মাহিন প্রচণ্ড ঠান্ডা উপেক্ষা করে সামান্য এক কুকুরছানার জীবন বাচিয়েছে। এক অবহেলিত প্রাণী হলেও কুকুরেরও যে বাচার অধিকার আছে তা মাহিনের চেতনায় ক্রিয়াশীল ছিল। তাই বলা যায় উদ্দীপকের মাহিন জীবনের মূল্যকে অকে বড় করে দেখার যে আদর্শের পরিচয় দিয়েছে তা বাবুরের মহত্ত্ব কবিতার বাবুরের আদর্শকে ধারণ করে।

২ নং সৃজনশীল প্রশ্ন

অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া, জানে না সন্তরণ,

কাভারি ! আজ দেখিব তোমার মাতৃমুক্তিপণ ।

হিন্দু না ওরা মুসলিম? ওই জিজ্ঞাসে কোন জন?

কাভারি! বল ডুবিছে মানুষ সন্তান মোর মার ।

ক. কুড়াইয়া আন ওরে এখানে কাকে কুড়িয়ে আনার কথা বলা হয়েছে ।

খ. মাটির দখলই খাটি জয় নয় কেন?

গ. উদ্দীপকের শেষ দুই চরণ বাবুরের মহত্ত্ব কবিতার বাবুর চরিত্রের কোন দিকটি তুলে ধরে? ব্যাখ্যা কর ।

ঘ. উদ্দীপকটি বাবুরের মহত্ত্ব কবিতার সমগ্রভাবে ধারণ করে না মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর ।

২নং সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর

ক. কুড়াইয়া আন ওরে এখানে মন্ত হাতির কবল থেকে একা মেথর শিশুকে কুড়িয়ে আনার কথা বলা হয়েছে ।

খ. যুদ্ধের মাধ্যমে বীরত্ব দেখিয়ে মানুষকে পরাজিত করে রাজ্যের পর রাজ্য স্থাপন করা যায় । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মানুষের হৃদয় জয় করা যায় না তাই মাটির দখলই খাটি জয় নয় ।

পানিপথের যুদ্ধ জয়ের মধ্য দিয়ে বাবুর দিল্লি জয় করলেও মানুষের মনজয় করতে পারেনি । তিনি উপলব্ধি করেন মানুষের মনজয় করার জন্য প্রয়োজন আদর্শ ও মহানুভবতা । মন জয় করার জন্য প্রয়োজন আদর্শ ও মহানুভবতা । শাসকদের মধ্যে প্রজাদের জন্য যদি ভালোবাসা থাকে তবে প্রজারও তাদেরকে ভালোবাসে আগলে রাখতে প্রস্তুত থাকে । এজন্যই মানবহৃদয় জয় না করে মাটি দখল করার মাধ্যমে শ্রেষ্ঠ জয় অর্জিত হয় না ।

গ. উদ্দীপকের শেষ দু চরণ বাবুরের মহত্ত্ব কবিতার বাবুর চরিত্রের অসাম্প্রদায়িক চেতনার দিকটি তুলে ধরে ।

বাবুরের মহত্ত্ব কবিতায় বাবুর চরিত্রের মধ্যে অসাম্প্রদায়িক চেতনার দিকটি বিদ্যমান । তিনি জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে সমান চোখে দেখতেন । একদিন তিনি ছদ্মবেশ ধারণ করে দিল্লির পথে হাটিয়েছিলেন । এ সময় এক মেথর শিশু মন্ত হাতির কবলে পড়ে । কিন্তু কেউ তাকে বাচাতে এগিয়ে না এলেও ছদ্মবেশী সম্রাট বাবুর এগিয়ে আসেন । নিজের জীবনের মায়া ত্যাগ করে তিনি অসীম বীরত্বের সাথে মেথর শিশুর প্রান রক্ষা করেন ।

উদ্দীপকের শেষ দুই চরণেও অসাম্প্রদায়িক চেতনার বহিঃ প্রকাশ ঘটেছে । এখানে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে সমান মর্যাদা দিতে বলা হয়েছে । হিন্দু মুসলিম বিবেচনা না করে প্রত্যেক মানুষকে মানুষের পাশে এগিয়ে যেতে আহ্বান করা হয়েছে । তাই সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষার্থে মানুষের মাঝে সম্প্রীতি বজায় রাখা আবশ্যিক । কবিতার বর্ণনায় মেথর শিশুকে বাচানোর মধ্যে মানবতাবোধ ও অসাম্প্রদায়িকতার ঘটেছে তাই বলা যায় উদ্দীপকের শেষ দুই চরণ কবিতার অসাম্প্রদায়িক চেতনার দিকটি তুলে ধরে ।

ঘ. উদ্দীপকে অসাম্প্রদায়িক চেতনার কথা তুলে ধরা হয়েছে যা বাবুরের মহত্ত্ব কবিতার সমগ্রভাবে ধারণ করে না ।

বাবুরের মহত্ত্ব কবিতায় বাবুরের মানবিক মূল্যবোধ ও চারিত্রিক আদর্শ সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে । এখানে বাবুর পানিপথের যুদ্ধের মাধ্যমে দিল্লির সিংহাসন দখল করেন । এরপর তিনি উপলব্ধি করেন রাজ্য জয় ও মন জয় এক বিষয় নয় । তাই তিনি রাজ্যের প্রজা ও তার বিরোধী পক্ষে মন জয় করতে উদ্বুদ্ধ হন । এক্ষেত্রে তিনি ছদ্মবেশ ধারণ করে দিল্লির কপথে বেরলে দেখতে পান এক মেথর শিশু মন্ত হাতির কবলে পড়ে আছে কিন্তু কেউ তাকে উদ্ধার করতে এগিয়ে যাচ্ছে না । এ সময় বাবুর জীবনের মায়া ত্যাগ করে শিশুটির জীবন বাচান । এতে সাধারণ প্রজাদের পাশাপাশি ঘাতক রাজপুত্রও তার উপর মুগ্ধ হয় । এতে ঘাতক তার অপরাধস্বীকার করে নিজেকে বাবুরের হাতে সমর্পণ করলে বাবুর তাকে ক্ষমা করে দেন এবং নিজের দেহরক্ষী হিসেবে নিয়োগ দেন ।

উদ্দীপকে অসাম্প্রদায়িক চেতনার কথা তুলে ধরা হয়েছে । এখানে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে ভালোবাসার আহ্বান ব্যক্ত হয়েছে । তাই মানুষের বিপদে আপদে এগিয়ে যেতে হবে বন্ধুর মতো । তবেই সমাজে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হবে ।

কবিতায় বাবুর চরিত্রের আদর্শ তুলে ধরা হয়েছে । এখানে তিনি ছিলেন বীর সাহসী ত্যাগী সাম্যবাদী অসাম্প্রদায়িক ক্ষমাশীল দয়ালু প্রভৃতি গুণের অধিকারী । আর উদ্দীপকে অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হতে আহ্বান করা হয়েছে । তাই বলা যায় উদ্দীপকটি কবিতার সমগ্রভাবে ধারণ করে না ।

৩নং সৃজনশীল প্রশ্নঃ

আমি বাঙালি । দারোয়ানজী আমার বাবাকে মেরেছে ।

বেশ করেছে । হারামজাদা খাজনা দেয়নি বুঝি?

কাঙালি কহিল না বাবুমশায় , বাবা গাছ কাটতেছিল আমারমা

মরেছে বলিতে বলিতে সে কান্না আর চাপিতে পারিল ন।

এই কান্নাকাটিতে অধর অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন । ছোড়াটা মড়া ছুইয়া আসিয়াছে কি জানি এখানকার কিছু ছুইয়া ফেলিল নাকি । ধমক দিয়া বলিলেন মা মরছে ত যা নীচে নেমে দাড়া । ওরে কে আছিস রে এখানে একটু গোবরজল ছড়িয়ে দে! কি জাতের ছেলে তুই?

ক. খানুয়াতে প্রান্তর কোথায় অবস্থিত?

খ. কর কী কর কী বলে জনগণ চিৎকার করে উঠেছিল কেন?

গ. উদ্দীপকের বাবুমশায় বাবুরের মহত্ত্ব কবিতার কাদের মানসিকতা ধারণ করেছে ব্যাখ্যা কর ।

ঘ. বাবুমশায় যদি বাবুরের মহত্ত্ব ধারণ করত তবে কাঙালিকে বিব্রত হতে হতো না । মন্তব্যটি যাচাই কর ।

৩ নং সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তরঃ

ক. খানুয়ার প্রান্তর আখার পশ্চিমে অবস্থিত ।

খ. জীবন বাজি রেখেমত্ত হাতির কবল থেকে বাবুর মেথর শিশুটিউদ্ধার করতে গেলে সবাই কর কী কর কী বলে চিৎকার করে উঠেছিল ।

দিল্লি রাজপথে এক মত্ত হাতি আক্রমণ করলে তার সামনে পড়ে এক মেথর শিশু । সবাই শিশুটি বাচানো আহবান করলেও কেউ এগিয়ে আসে না । এ সময় বাবুর জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বীরত্বের সাথে এগিয়ে আসেন শিশুর জীবন বাচাতে । তখন সাধারণ মানুষ তার প্রাণ যাবার শঙ্কায় কর কী কর কী বলে চিৎকার করেছিল ।

গ. উদ্দীপকের বাবুমশায় বাবুরের মহত্ত্ব কবিতার সাধারণ জনতার মানসিকতা ধারণ করেছেন ।

বাবুরের মহত্ত্ব কবিতায় সাধারণ জনতার বর্ণবৈষম্যের দিকটি তুলে ধরা হয়েছে । এখানে এক মেথর শিশু মত্তহাতির কবলে পড়লে কেউ তাকে বাচাতে এগিয়ে আসেন না । এ দৃশ্য দেখে বাবুর স্থির না থেকে এগিয়ে আসে ন এবং বীরত্বের সাথে শিশুটির প্রাণ রক্ষা করেন । কিন্তুপরে যখন উপস্থিত সাধারণ জনতা জানতে পারে শিশুটি মেথর পুত্র তখন তারা বাবুরকে অপবিত্র হয়েছে বলে স্নান করতে বলে । মূলত তারা এখানে সাম্প্রদায়িক ও বর্ণবৈষম্যকারী ।

উদ্দীপকের বাবু মশায়ক শোষক শ্রেণির প্রতিনিধি । এখানে নিচু জাতের ছেলে কাঙালি বাবু মশায়ের ঘরে প্রবেশ করে কান্নাকাটি জুড়ে দেয় । এতে সে কাঙালির উপর চরম বিরক্ত হয় । তার জাতপাত নিয়ে প্রশ্ন তুলে বিব্রত করে । শুধু তাই নয় কাঙালির উপস্থিতিতে তার বাড়ি অপবিত্র হয়েছে বলে জানায় । কবিতার সাধারণ জনতাও বাবুর যখন মেথর শিশুকে বাচায় তখন বলেছিল অপবিত্র হয়েছে বলে স্নান কর । তাই বলা যায় উদ্দীপকের বাবুমশাইয়ের কবিতার সাধারণ জনতার মানসিকতা ধারণ করেছে ।

ঘ. উদ্দীপকের বাবু মশাই যদি বাবুরের মহত্ত্ব কবিতার বাবুরের মতো আদর্শবান হতো তবে কাঙালীকে বিব্রত হতে হতো না

বাবুরের মহত্ত্ব কবিতায় বাবুর চরিত্রের মহৎ দিকগুলো তুলে ধরা হয়েছে । তিনি একাধারে ছিলেন বীর যোদ্ধা সাহসী ও মানবিক চরিত্রের অধিকারী । তার মধ্যে অসাম্প্রদায়িক চেতনাও বিদ্যমান ছিল । তিনি মানুষকে মানুষ হিসেবে বিবেচনা করেছেন । তাই তো দিল্লির রাজপথে হাতির কবলে পড়ে থাকা মেথর শিশুর জীবন রক্ষা করতে এগিয়ে এসেছিলেন । এতে সবাই প্রথমে বাহব দিলেও পরে যখন দেখে শিশুটি মেথর পুত্র তখন তারা জানায় বাবুর অপবিত্র হয়েছে এজন্য তাকে স্নান করতে হবে কিন্তু এসব সাম্প্রদায়িক তিনি কান দেন না ।

উদ্দীপকের বাবুমশাই সাম্প্রদায়িক ও বর্ণবাদী । একবার নিচু জাতের ছেলে কাঙালি বিপদে পড়ে কাদতে কাদতে তার বাড়িতে গেলে সে চরম বিরক্তি প্রকাশ করে । কাঙালিকে জাতপাত নিয়ে প্রশ্ন করে বিব্রত করে । এছাড়া কাঙালির উপস্থিতিতে বাড়ি অপবিত্র হয়েছে বলে জানায় ।

কবিতার বাবুর অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও মানবতায় বিশ্বাসী। তাই তিনি মেথর শিশুর জাতপাত নিয়ে অন্যের কথায় কান দেন না। কিন্তু উদ্দীপকের বাবুমশাই বর্ণবাদী। সে যদি বাবুরের মতো আদর্শবান হতো তবে কাঙালিকে জাতপাত নিয়ে প্রশ্ন শুনতে বা বিব্রত হতে হতো না।

জ্ঞানমূলক প্রশ্নের উত্তরঃ

১। বাবুরের মহত্ব কবিতাটি কালিদাস রায়ের কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত?

উত্তরঃ বাবুরের মহত্ব কবিতাটি কালিদাস রায়ের পূর্ণ পুট কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত।

২। কাকে নিহত করে বাবুর দিল্লির যুদ্ধে পরাজিত করে বাবুর দিল্লির সিংহাসন অধিকার করেন।

উত্তরঃ ইব্রাহিম লোদিকে পানিপথের যুদ্ধে পরাজিত করে বাবুর দিল্লির সিংহাসন অধিকার করেন।

৩। কবিতায় কবরে শায়িত কে?

উত্তরঃ কবিতায় কবরে শায়িত কৃতঘ্ন দৌলত।

৪। কাকে মুঘল সিংহ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে?

উত্তরঃ সম্রাট বাবুরকে মুঘল সিংহ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

৫। বাবুর কোন শিশুকে উদ্ধার করেন?

উত্তরঃ বাবুর এক মেথর শিশুকে উদ্ধার করেন।

৬। রণবীর চৌহানকে বাবুর কী শাস্তি দেন?

উত্তরঃ রণবীর চৌহানকে বাবুর ক্ষমা করে নিজের দেহরক্ষী হিসেবে নিয়োগ দেন।

৭। খানুয়ার প্রান্তর কোথায় অবস্থিত?

উত্তরঃ খানুয়ার প্রান্তর আগ্রার পশ্চিমে অবস্থিত যুদ্ধ ক্ষেত্র।

৮। কালিদাস রায় কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে থেকে ডিলিট ডিগ্রি লাভ করেন।

উত্তরঃ কালিদাস রায় বিশ্বভারতী থেকে ডিলিট ডিগ্রি লাভ করেন।

৯। কবির স্বীকৃতি হিসেবে কালিদাস রায় কোন উপাধি পান।

উত্তরঃ কবি হিসেবে স্বীকৃতি স্বরূপ কালিদাস রায় কবি শেখর উপাধিতে ভূষিত হন।

অনুধানমূলক প্রশ্নের উত্তরঃ

১। বাবুরের প্রজারঞ্জে মন দেয়ার কারণব্যাখ্যা কর।

উত্তরঃ ভারতে মাটি জয় করার পর ভারতের মানুষের হৃদয় জয় করাই বাবুরের প্রজারঞ্জে মন দেয়ার কারণ।

মুঘল সম্রাট বাবুর পাঠান বাদশা লোদি ও সংগ্রাম সিং এর মতো রাজপুত বীরকে হারিয়ে দিল্লির সিংহাসন জয় করেছেন। কিন্তু এই বিজয়ী বীর জানেন যে মাটির দখলই বড় বিজয় নয়। এ কারণে তিনি ভারতের মানুষের আস্থা ও ভালোবাসা অর্জন করতে মনস্থির করলেন। মূলত এটাই তার প্রজারঞ্জে মন দেয়ার কারণ।

২। দিল্লির সিংহাসন জয়কে বাবুরের স্বপ্ন অতীত বলা হয়েছে কেন?

উত্তরঃ মুসলমান বাবুরের জন্য রাজপুত দ্বার শাসিত দিল্লির অধিকার করা প্রায় অসম্ভব ছিল বলে দিল্লির সিংহাসন জয়কে বাবুরের স্বপ্ন অতীত বলা হয়েছে।

দিল্লির সিংহাসন ছিল রাজপুত সংগ্রাম সিং এর দখলে। সিংহের মতো বলশালী সেই শাসককে খানুয়ার প্রান্তরে যুদ্ধ পরাজিত করলেন বীর মুঘল শাসক বাবুর। তার দৃষ্টিতে এই বিজয় কোনো দৈব শক্তির প্রভাবে অর্জিত হয়েছিল। তাই দিল্লির সিংহাসন বিজয়কে বাবুরের স্বপ্ন অতীত বলা হয়েছে।

৩। সংগ্রাম সিং বাবুরের প্রতিগর্জন করে উঠলেন কেন ব্যাখ্যা কর।

উত্তরঃ সংগ্রাম সিং যুদ্ধের আহবান জানানোর উদ্দেশ্যে বাবুরের প্রতিগর্জন করে উঠলেন।

বাবুর পানিপথের যুদ্ধে জয়লাভ করার পর সংগ্রাম সিং তাকে বোঝাতে চাইলেন মুসলমান বাবুরকে তিনি দেহে প্রাণ থাকতে জয়ী বলতে পারবে না। হয় মুঘল বাবুরকে রাজপুত সংগ্রাম সিং এর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হতে হবে নয়তো তাকে লুণ্ঠিত ধন নিয়ে দেশে ফিরে যেতে হবে। এ উদ্দেশ্যেই সংগ্রাম সিং বাবুরের প্রতি গর্জন করে উঠলেন।

৪। দিল্লির শাহিগদি জয় করাকে ফাকি বলা হয়েছে কেন?

উত্তরঃ দিল্লির জনগনের মন জয় করাইয়নি বলে শাহিগদি জয় করাকে ফাকি বলা হয়েছে।

সম্রাট বাবুর ভারতের বাদশাহ ইব্রাহিম লোদিকে পরাজিত করে দিল্লি অধিকার করেন ও সিংহাসন দখল করেন। কিন্তু তিনি এটাকে জয় মনে করেন নি। ভারতের ভূমি দখল করলে ও ভারতের মানুষের মন জয় না করতে পারলে শাসক হওয়া যাবে না। এ কারণেই দিল্লির শাহিগদি জয় করাকে ফাকি বলা হয়েছে।

বাবুরের মহত্ত্ব

১। কায়কোবাদের গ্রামের নাম ছিল?

ক. মাতুয়াল খ. সেনপাড়া

গ. আগলা পূর্বপাড়া ঘ. নবাবপুর

২। কায়কোবাদ নিজগ্রামে কিসের দায়িত্ব পালন করেন?

ক. শিক্ষকতা খ. পোস্টমাস্টার

গ. গ্রামের সভাপতি ঘ. জমিদারি

৩। কবি কায়কোবাদের কখন থেকে কতি লেখার হাতে খড়ি হয়?

ক. ছাত্রা বস্থায় খ. চাকরি বস্থায়

গ. যবক কালে ঘ. ছেলেবেলায়

৪। অশ্রুমালা কাব্যটি কার রচনা?

ক. জসীম উদ্দিনের খ. জীবনানন্দ দাশের

গ. মাইকেল মধুসূদন দত্তের ঘ. কায়কোবাদের

৫। প্রার্থনা কবিতায় মা জানি তকতি নাহি জানি স্তুতি এর পরের চরণ কোনটি?

ক. আমি নিঃসম্মল

খ. বিভো দেহ হৃদেব বল

গ. কি দিয়া করিব তোমার আরতি

ঘ. শুধু আখি জল

৬। প্রার্থনা কবিতায় কবি শ্রুতার কাছ কী চেয়েছেন?

ক. অর্থ খ. পারিবারিক শান্তি

গ. দেহমনে বল ঘ. সুস্বাস্থ্য

৭। কবি কায়কোবাদ কী না জানার কথা স্বীকার করেছেন?

ক. ভাষা খ. শ্রদ্ধা

গ. সম্মান ঘ. ভকতি

৮। প্রার্থনা কবিতায় কবি শ্রুতার কাছে কী বলেছেন?

ক. আমি দুর্বল খ. আমি অর্থহীন

গ. আমি নিঃসম্মল ঘ. আমি আশ্রয়হীন

৯। কবি শ্রুতার কাছে কী নিয়ে আত্মসম্পূর্ণ করেছেন?

ক. বুকে বল খ. আখিজন

গ. বিশ্বাস ঘ. আত্মবিশ্বাস

১০। প্রার্থনা কবিতায় কবির পথের সম্মল কে?

ক. মাতা খ. পিতা

গ. শ্রুতা ঘ. শিক্ষক

১১। কবি কাকে এক মুহূর্তের জন্য ভুলতে পারেননি?

ক. ধর্মশিক্ষককে খ. মাতাকে

গ. শ্রুতাকে ঘ. নবিজিকে

১২। প্রার্থনা কবিতায় পাখির কী করে?

ক. কিচির মিচির

খ. ঝাক বেধে উড়ে বেড়ায়

গ., শ্রুতার গুণগন

ঘ. কুণ্ডল শব্দ করে

১৩। কেমন হৃদয়ে শ্রুতার স্মরণ করলে শোক তাপ নিভে যায়?

ক. কাতর হৃদয়ে খ. আত্মবিশ্বাস নিয়ে

গ. একগ্রহ হৃদয়ে ঘ. দুর্বল চিত্ত

১৪। প্রার্থনা কবিতায় কার সর্বদা শ্রুতার গুণগানে আত্মহারা হয়ে থাকে?

ক. গাছের পাখি খ. নদীমাছ

গ. নিরুন্ম রাত ঘ. চন্দ্র সূর্য

১৫। প্রার্থনা কবিতায় আমি নিঃসম্মল এর পরের চরণ কোনটি?

ক. তুমি মোর পথেরসম্মল

খ. তোমারি দুয়ারে আজি রিক্ত করে

গ. আনন্দে বিহবল

ঘ. নিভে বিহবল

১৬। প্রার্থনা শ্রুতার কী নামে বলা হয়েছে?

ক. বিষাদে খ. অশেষ মঙ্গল

গ. নিভে শোকানল ঘ. দেহ হৃদে বল

১৭। প্রার্থনা কবিতা অনুযায়ী ভুলিনি তোমারে শূন্য স্থানে কোন শব্দ বসবে?

ক. ক্ষণকাল খ. বহুকাল

গ. একপল ঘ. কিছুক্ষণ

১৮। বিভো শব্দের অর্থ কী?

ক. শ্রুতা খ. প্রকৃতি

গ., ফেরেশতা ঘ. নবি

১৯। ক্রোড় শব্দের অর্থ কী?

ক. কোল খ. মাথা

গ. আচল ঘ. ফুলের কুড়ি

২০। প্রসাদ শব্দের অর্থ কী?

ক. বিল্ডিং খ. অনুগ্রহ

গ. কষ্ট ঘ. দুখ

২১। প্রার্থনা কবিতায় স্তুতি শব্দের অর্থ কী?

ক. প্রশংসা খ. প্রার্থনা

গ. সংবর্ধনা ঘ. আবেদনা

২২। চারু শব্দের অর্থ কী?

ক. তরলতা খ. সুন্দর

গ. চঞ্চল ঘ. বৃক্ষ

২৩। নিকুঞ্জ শব্দের অর্থ নিচের কোনটি?

ক. ভ্রমরের গুঞ্জন খ. বাগান

গ. পাখির বাসা ঘ. বৃক্ষের নাম

২৪। রিক্ত করে শব্দের অর্থ কী?

ক. দুর্বল হাতে খ. শূন্য হাতে

গ. ভাঙা হাতে ঘ. পূর্ণ হাতে

২৫। পেশন শব্দের অর্থ কী?

ক. পৃষ্ঠপোষকতা

খ. অত্যাচারে

গ. প্রেরণা

ঘ. আনন্দ

২৬। প্রার্থনা কোন জাতীয় রচনা?

ক. নাটক

খ. কবিতা

গ. প্রবন্ধ

ঘ. ছোট গল্প

২৭। প্রার্থনা কবিতাটি কায়কোবাদের কোন কাব্যের অন্তর্গত?

ক. শিবমন্দির

খ. অশ্রুমালা

গ. অমিয়ধারা

ঘ. মহররম শরীক

২৮। প্রার্থনা কবিতায় কবি কী বর্ণনা করেছেন?

ক. স্রষ্টার অপার মহিমা

খ. স্রষ্টার ন্যায়পরান

গ. স্রষ্টার আনুগত্য

ঘ. স্রষ্টার পরিত্রতা

২৯। কবি কিসের মাধ্যমে স্রষ্টার কাছে নিবেদন করেছেন?

ক. অসহায়ত

খ. চোখের জলে

গ. নমনীয়তা

ঘ. জ্ঞানের

৩০। কবি কায়কোবাদ ক্রমাগত লিখে গেছেন

ক. জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে

খ. আপন সাধনার মাধ্যমে

গ. আপন স্বভাবে

ঘ. আপন মনে

৩১। কবি কায়োবাদের ছেলেবেলা থেকেই কবিতা লেখায় হাতেখড়ি

হয়। এখানে হাতেখড়ি বলতে বোঝায়?

ক. কোন কিছুতে প্রথম হস্তক্ষেপ

খ. শিবিরে পড়িয়ে মানুষ করা।

গ. কারো দ্বারা বিশেষভাবে শিক্ষা

ঘ. স্বহস্তে কাজ করে এমন।

৩২। রিকত করে শব্দ দ্বার কী বোঝানো হয়েছে?

ক. লাল হাত

খ. শূন্য হাত

গ. পূর্ণ হাত

ঘ. শক্ত হাত

৩৩। প্রার্থনা কবিতায় প্রসাদ বলতে কী বোঝায়?

ক. বালাখানা

খ. স্মৃতি সৌধ

গ. অনুগ্রহ

ঘ. কল্যাক

৩৪। স্তুতি শব্দ দ্বার কী বোঝানো হয়েছে?

ক. মনস্তাপ

খ. প্রশংসা

গ. সমালোচনা

ঘ. তত্ত্বাব

৩৫। শোকানল বলতে বোঝায়?

ক. কঠিন তাপ

খ. আগুনের রঙ

গ. যেসকল হৃদয়কে দগ্ধ করে

ঘ. আগুনের শক্তি

৩৬। পেষন শব্দ দ্বারা কবি কায়কোবাদ বুঝিয়েছেন

ক. অনুপ্রেরণা

খ. আশা

গ. অত্যাচার

ঘ. দুঃসংবাদ

৩৪। স্রষ্টার কাছে মানুষ প্রার্থনা করে কেন?

ক. ভয়ে

খ. না জানার ফলে

গ. ধর্মীয় কারণে

ঘ. তার অফুরান্ত দয়ায় সব কিছু চলছে বলে।

৩৫। প্রার্থনা শব্দ দ্বারা যে অর্থ প্রকাশ পায়?

i. গুণগান

ii. মুনাজাত

iii. আবেদন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i

খ ii

গ i ও iii

ঘ ii ও iii

৩৬। বিভো শব্দ দ্বারা যা বোঝায়?

i. ফেরেশতা

ii. বিভূ

iii. স্রষ্টা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i

খ ii

গ i ও iii

ঘ ii ও iii

৩৭। পল শব্দটির অর্থ গ্রহণ নিচের যে অর্থ প্রযোজ্য

i. পাথর

ii. মূর্ত্ত কাল

iii. নিমেষ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i

খ ii

গ i ও iii

ঘ ii ও iii

৩৮। প্রার্থনা কবিতাটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা যা জানতে পারবে

i. স্রষ্টার মহিমা

ii. ধর্মরোধের পরিচয়

iii. সুন্দর জীবন গঠন সম্পর্কে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i

খ ii

গ i ও iii

ঘ ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৩৯ ও ৪০ নং প্রশ্নের উত্তর দাওঃ

বেগম রোকেয়া প্রতি রাতে বিশেষ নামাজ শেষ
করে প্রভুর কাছে আত্মনিবেদন করে বলতেন
প্রভু যেন তা দেহ মনে শক্তি দান করেন তাকে
যেন সঠিক পথে অবিচল রাখেন।

৩৯। উদ্দীপকের বেগম রোকেয়ার আত্মনিবেদনের সঙ্গে নিচের কোন
কবির সামঞ্জস্য রয়েছে?

ক. আব্দুল গাফফার

খ. মাইকেল মধুসূদনদত্ত

গ. কায়কোবাদ

ঘ. সুকান্ত ভট্টচার্য

৪০। উক্ত কবির চেতনায় যে বিষয়টি মূর্ত হয়েছে

i. প্রভুর কাছে নিজের অসহায়ত্ব প্রকাশ

ii. দেহ মনে কর্মশক্তির প্রেরণা

iii. বঙ্গভূমির প্রতি ভালোবাসা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i

খ ii

গ i ও iii

ঘ ii ও iii